

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ডবইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সপ্তবর্ণা' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ডবইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

- জগৎ — পৃথিবী, বিশ্ব, দুনিয়া।
 সুর — স্বর বা ধ্বনি, কণ্ঠস্বর, সংগীতের তাল, মিল, মত, একধরনের কথা বলা, মিলিতভাবে কথা তোলা।
 বুক — বক্ষঃস্থল, ছাতি, অন্তর, হৃদয়।
 আশা — ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, প্রত্যাশা।

- খুশি — আনন্দ, সন্তোষ, আহ্লাদ, আমোদ, ইচ্ছা, মজি, খেয়াল।
 লক্ষ — একশত হাজার। এখানে 'অগণিত-অসংখ্য' অর্থ বোঝানো হয়েছে।
 খেলা — ক্রীড়া, কৌশল বা পারদর্শিতা প্রদর্শন।
 সারা বেলা — সব সময়, সকল সময়।
 বাগান — উদ্যান, যেখানে ফুল-ফলাদি উৎপন্ন হয়।
 আলাদা — অন্ন ভিন্ন, পৃথক, স্বতন্ত্র।
 গান — সংগীত, কণ্ঠসংগীত, গীতিকবিতা, সুমধুর ধ্বনি বা রব।
 স্বপ্ন — ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কল্পনা।
 বিলিয়ে — বিতরণ করে, দান করে।

বানান সতর্কতা (যেসব শব্দের বানান ভুল হতে পারে)

রঙের, রং, ঢেউ, জগৎ, কুড়ানো, সুবাস, কলকণ্ঠ, সুর, পাড়ি, অবাক, জ্বলা, আশা, খুশি, প্রীতি, লক্ষ, গড়া, নিত্য, স্বপ্ন।

কর্ম-অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান শিক্ষকের সহায়তায় নিজে করি

ক কবিতাটি নিয়ে একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন কর।

● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-৯৯

উত্তর নির্দেশনা : কবিতা আবৃত্তি আর পাঠ কিন্তু এক নয়। পাঠ মানে শুধু পড়ে যাওয়া। সেখানে যতি-চ্ছেদ চিহ্ন ঠিকমতো এলো কিনা, উচ্চারণে অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, যুক্তব্যঞ্জন, সন্ধির নিয়ম মানা হলো কিনা, কোন ধ্বনি কোথা থেকে উচ্চারিত হলো সে বিষয়ে কোনো যত্ন নেওয়া হয় না। তাল, ছন্দ, লয়, মাত্রাজ্ঞান বিবেচনারও গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কিন্তু আবৃত্তির সময় উপরের সবগুলোকেই গুরুত্ব দিতে হয়। আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন কীভাবে করবে? তা জানতে এ বইয়ের 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধের কর্ম-অনুশীলনের ক-এর অংশ দেখ। অনুষ্ঠানের আয়োজন একই রকম। বিতর্কের স্থানে 'কবিতা আবৃত্তি' লিখলেই চলবে।

খ কবিতাটিতে ব্যবহৃত প্রকৃতিকেন্দ্রিক শব্দগুচ্ছের একটি তালিকা তৈরি কর।

● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-৯৯

উত্তর : কবি আহসান হাবীবের 'মেলা' কবিতায় প্রকৃতিকেন্দ্রিক শব্দগুলোকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে ছক আকারে দেখানো হলো :

স্থলভাগ	জলভাগ	আকাশ
ফুলের মেলা, সুবাস যত, পাখির মেলা, পাখির কলকণ্ঠ, একটি বাগান, আলোর মেলা, কচি সবুজ, রাতের পথ	সাত সাগর, ঢেউয়ের মেলা	তারার মেলা, রঙের মেলা, নীল আকাশ

অনুশীলন



সেরা পরীক্ষাপ্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে সর্বাধিক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য এ কবিতার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি—এ তিনটি অংশে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি অংশে মাস্টার ট্রেনার প্যানেল প্রণীত প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি মূল পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সঠিক উত্তরটির বৃত্ত (●) ডরাট কর :

১. রাতের পথে পাড়ি দিতে শিশু কিশোররা কীসের আলো ছেলে নেয়?
 (ক) চাঁদের (খ) তারার (গ) প্রদীপের (ঘ) জোনাকির
২. 'আর এক মেলা জগৎ জুড়ে'— বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
 i. মিলনের মেলা
 ii. একতার মেলা
 iii. রঙের মেলা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i (খ) ii (গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii
৩. সুন্দর সকাল। ফুলের সুবাস। রক্তবেরঙের প্রজাপতি নবনীকে মুগ্ধ করে।—
 উদ্দীপকে 'মেলা' কবিতার যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে—
 (ক) প্রকৃতির জগৎ (খ) আরেকটা মেলা
 (গ) আশার আলো (ঘ) অন্তরের ভালোবাসা
৪. কিশোর মোরা উষার আলো আমরা হাওয়া দুর্দান্ত
 মনটি চির বাঁধন হারা পাখির মত উড়ন্ত—
 এখানে কিশোরদের 'উষার আলোর' সঙ্গে তুলনা করার দিকটি মেলা
 কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, কারণ শিশু কিশোরদের—
 (ক) পাখির গানের সুর আছে (খ) অন্যরকম জগৎ রয়েছে
 (গ) মনের ভাষা এক ও অভিন্ন (ঘ) আশা ছড়াবার প্রাণশক্তি আছে

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে বাংলা শিক্ষক বললেন, '৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর আমরা পেয়েছি এই মুক্ত আকাশ-বাতাস, পেয়েছি ছায়া সুনিবিড়-শান্তির নীড়, এই বাংলাদেশ। প্রধান শিক্ষক বললেন, 'তোমরা আজকের শিশু-কিশোররা আগামী দিনের স্বপ্ন। শুধু দেশ ও জাতির জন্য নয়, শিশুরা সারা বিশ্বের সন্ডাবনা।'

- ক. নীল আকাশে রং কুড়িয়ে বেড়ায় কারা? ১
- খ. কবি আহসান হাবীব 'আলোর পাখি' বলতে কী বুঝিয়েছেন? ২
- গ. বাংলা শিক্ষকের বক্তব্যে 'মেলা' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. "প্রধান শিক্ষকের মন্তব্যে 'মেলা' কবিতার মূল বক্তব্যই ফুটে উঠেছে"— বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. ডাইরা ও বোনরা মিলে নীল আকাশে রং কুড়িয়ে বেড়ায়।
 খ. কবি আহসান হাবীব 'আলোর পাখি' বলতে সূর্যকে বুঝিয়েছেন।
 • রোজ সকালে আকাশপথে আলোর পাখি উঁকি দেয়। সেই পাখি অন্ধকার দূরীভূত করে পৃথিবীর সবকিছু আলোকিত করে। কবি আহসান হাবীব 'আলোর পাখি' বলতে সেই সূর্যকেই বুঝিয়েছেন।

গ • বাংলা শিক্ষকের বক্তব্যে 'মেলা' কবিতার আগামী দিনের রূপকার হিসেবে শিশুদের গুরুত্বের দিকটি ফুটে উঠেছে।

• পৃথিবীর চারিদিকে তাকালে আমরা নানা রকম জিনিস দেখতে পায়। এর মধ্যে শিশুদের জগৎ হয় আলাদা। তাদের জগৎ রঙে রঙে বর্ণিত হয়।

• উদ্দীপকের বাংলা শিক্ষক তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, তোমরা আজকের শিশু-কিশোররা আমাদের আগামীর স্বপ্ন। তাঁর এই বক্তব্যে 'মেলা' কবিতায় কবির উল্লিখিত শিশুদের গুরুত্বের প্রসঙ্গটিই ফুটে উঠেছে। কবি বলেছেন, প্রতিদিন আকাশ নিংড়ে যে রোদ ওঠে, সেখান থেকে তারা নেয় জীবনের উত্থাপ। সাত সাগরের বুক থেকে তারা নেয় ভালোবাসার ঢেউ, তাই তারা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেয় নবীন প্রাণের আশার আলো।

ঘ • "প্রধান শিক্ষকের মন্তব্যে 'মেলা' কবিতার মূল বক্তব্যই ফুটে উঠেছে"— মন্তব্যটি যথার্থ।

• শিশুরাই আগামী দিনের কর্ণধার। নানা সুন্দর বিষয়ের অনুকরণে তারা নিজেদের গড়ে তুলবে এবং একটি সুন্দর পৃথিবী নির্মাণ করবে— এটাই সকলের প্রত্যাশা। এজন্য আমাদের নিশ্চিত করতে হবে একটি আনন্দঘন সুস্থ ও নির্মল পরিবেশ।

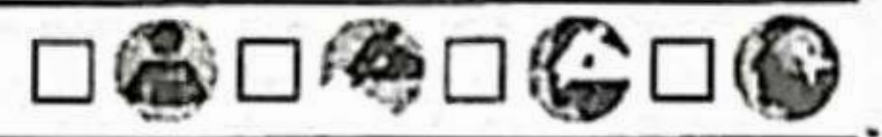
• উদ্দীপকে প্রধান শিক্ষক উক্ত বিষয়েই গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন শিশু-কিশোররা আগামী দিনের স্বপ্ন। শুধু দেশ ও জাতি নয়, শিশুরা সারা বিশ্বের সম্ভাবনা। তাঁর এই মন্তব্যে 'মেলা' কবিতার মূল বক্তব্যই ফুটে উঠেছে। আলোচ্য কবিতার কবিও একটি একতাবন্ধ ও ভালোবাসাপূর্ণ মানবসমাজ গড়তে চেয়েছেন।

• 'মেলা' কবিতায় বলা হয়েছে প্রকৃতিতে যেমন ফুল কিংবা পাখির মেলা রয়েছে তেমনি পৃথিবীর শিশু-কিশোরদের রয়েছে একটা আলাদা জগৎ। আকাশের উদারতা, ফুলের সুবাস, পাখির গানের সুর এসবই পেয়েছে শিশু-কিশোররা। এই কচি সবুজ ভাই-বোনেরাই গড়বে সাজানো বাগানের মতো একটি সুন্দর পৃথিবী। কবিতার এই মূলভাব উদ্দীপকের প্রধান শিক্ষকের বক্তব্যে ফুটে উঠেছে।

সৃজনশীল অংশ



কমন উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর শিখি



মাষ্টার ট্রেনার প্যানেল প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

উদ্দীপকের বিষয় : আনন্দময় জগতের প্রত্যাশা ও প্রার্থনা।

প্রশ্ন ২। যে আনন্দ ফুলের বাসে, যে আনন্দ পাখির গানে, যে আনন্দ অরুণ আলোয়, যে আনন্দ শিশুর প্রাণে, যে আনন্দে বাতাস বহে, যে আনন্দ সাগরজলে, যে আনন্দ ধুলির কণায়, যে আনন্দ ত্বণের দলে, যে আনন্দ আকাশ ভরা, যে আনন্দ তারায় তারায়, যে আনন্দ সকল সুখে, যে আনন্দ রক্তধারায়, সে আনন্দ মধুর হয়ে তোমার প্রাণে পড়ুক ঝরি, সে আনন্দ আলোর মতো থাকুক তব জীবন ভরি।

[তথ্যসূত্র : আনন্দ—সুকুমার রায়]

- ক. সাত সাগরের বুক থেকে কিসের ঢেউ তুলে নেয়? ১
- খ. কচি সবুজ ভাই-বোনদের আপনি গড়া এই যে মেলা— বৃষ্টিয়ে লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকটি 'মেলা' কবিতার সঙ্গে কোন দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ? ৩
- ঘ. "উদ্দীপক ও 'মেলা' কবিতায় কল্যাণের বার্তা ও মঙ্গলের আহ্বান ব্যক্ত হয়েছে"— তোমার মতামত দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক • সাত সাগরের বুক থেকে ভালোবাসার ঢেউ তুলে নেয়।

খ • আলোচ্য উক্তিভে ভাইবোনদের মধ্যকার ভালোবাসার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

• পৃথিবীটা অনেক সুন্দর। এই সুন্দর পৃথিবী আরও সুন্দর হয়ে ওঠে যখন মানুষ মানুষে সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও ভালোবাসা গড়ে ওঠে। এই ভালোবাসার আলো ছড়িয়ে যায় এক মানুষ থেকে অন্য মানুষে। মানুষের বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে ভাইবোনের সম্পর্ক অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পর্ক। তাদের হাসি-খুশির মধ্যে লক্ষ সবুজ মনের স্নেহ-ভালোবাসা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের ভালোবাসা দিকদিগন্তের সীমানা ছাড়িয়ে যেন আরও একটি সুন্দর জগৎ, সাজানো বাগানের মতো পৃথিবী তৈরি করতে চায়। যেখানে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না, থাকবে না কোনো বাধা। আলোচ্য উক্তিভে এই দিকটিই প্রকাশিত হয়েছে।

গ • উদ্দীপকটি 'মেলা' কবিতার সঙ্গে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মহিমার দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ।

• আমাদের প্রকৃতি আমাদের শান্তির নিবাস। প্রকৃতি থেকেই আমরা পাই স্বস্তি। মানুষ যখন তার দৈনন্দিন জীবনে হাপিয়ে যায়, তখন নিজের মুক্তির জন্য প্রকৃতির আশ্রয় খোঁজে। আর প্রকৃতি কখনই মানুষকে হতাশ করে না।

• উদ্দীপকে বলা হয়েছে প্রকৃতির সবকিছুর মাঝে এক ধরনের মহিমার প্রকাশ পায়, যাকে আনন্দ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ফুলের সুবাসে, পাখির গানে, সূর্যের আলোর মাঝে, শিশুর প্রাণের মাঝে আনন্দের কথা বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, প্রকৃতির বাতাসের মাঝে, গাছের পাতায়, সমুদ্রের পানিতে, ধুলোর কণায়, আকাশের তারার মাঝে আনন্দ রয়েছে। এই আনন্দ আসলে প্রকৃতির ছড়িয়ে থাকা মহিমা। 'মেলা' কবিতায়ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের সমন্বয়কে মেলা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রকৃতির মাঝে থাকা ফুল, পাখি, আকাশের তারা, সমুদ্রের ঢেউ, পাখির গান, ভাই-বোনের ভালোবাসা, শিশুর প্রাণের সরলতা সবকিছু মিলিয়ে যেন এক ধরনের মেলার সৃষ্টি করেছে। মূলত পৃথিবীজুড়ে প্রকৃতির বিস্তার ও তার সৌন্দর্য মানুষের জীবনকে মহিমান্বিত করে তুলেছে— কবিতায় এই দিকটিই ব্যক্ত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'মেলা' কবিতার সঙ্গে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মহিমার দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ • "উদ্দীপক ও 'মেলা' কবিতায় কল্যাণের বার্তা ও মঙ্গলের আহ্বান ব্যক্ত হয়েছে"— মন্তব্যটি যথার্থ।

• প্রকৃতি আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে। শুধু সমৃদ্ধই করে না, বরং আমাদের জীবনকে ধরেও রাখে। কারণ প্রকৃতি ভারসাম্যহীন হয়ে পড়লে মানুষ সেখানে বেশি দিন নিজের অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারে না। তাই প্রকৃতির প্রতি আমাদের অনেক যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন।

• উদ্দীপকে প্রকৃতির মাঝে ছড়িয়ে থাকার সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে। এই সৌন্দর্যকে আনন্দরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য যেন প্রত্যেকের প্রাণে বিরাজ করে। শুধু তাই নয়, জীবনভর যেন এই মাহাত্ম্য মানুষের জীবনে কল্যাণ বয়ে আনে। উদ্দীপকে এই দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে। 'মেলা' কবিতায়ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমন্বয়ে গঠিত মেলার কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতির সব উপাদান মিলিয়ে যেন এক মেলা সৃষ্টি করেছে। এই প্রকৃতির মাঝে ভাই-বোনের ভালোবাসা, শিশুর মনের সরলতা ও তাদের ভাষা সব মিলিয়ে যেন একাকার হয়ে গেছে। আর এর সাথে যোগ হয়েছে মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালোবাসা। এই সবকিছু মিলিয়ে পৃথিবীকে গড়ে তুলবে একটি আবাসকেন্দ্ররূপে। যেখানে থাকবে না কোনো বাধা বা ব্যবধান। সেই পৃথিবী হবে সবার জন্য এক এবং কল্যাণকর।

• উদ্দীপকে প্রকৃতির আশীর্বাদে মানুষের কল্যাণের কথা বলা হয়েছে। 'মেলা' কবিতার প্রকৃতির সবকিছুর সঙ্গে মানুষের ভালোবাসা মিলেমিশে একাকার হয়ে নতুন পৃথিবী গড়ার আহ্বান রয়েছে, যা হবে সব মানুষের জন্য সুন্দর স্থান। এর মধ্য দিয়ে কবিতায় মানুষের কল্যাণের বার্তা প্রকাশ পেয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপক ও 'মেলা' কবিতায় কল্যাণের বার্তা ও মঙ্গলের আহ্বান ব্যক্ত হয়েছে।